হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশন অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ১৯৮২/২০১৮

আসকর আলী

----অভিযোগকারী-বিবাদী-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্যান্য

----প্রতিবাদীগণ।

এ্যাডভোকেট এম, আশরাফ আলী সংগে

এ্যাডভোকেট আরিফ আনোয়ার

----অভিযোগকারী-বিবাদী-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ জয়নুল হোসেন রুবেল

----২ ও ৩ নং বিবাদীপক্ষে।

এ্যাডভোকেট নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

----১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ২৪.০৭.২৩, ২৫.০৭.২৩, ৩০.০৭.২৩, ১৪.০৮.২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২৯.০৮.২০২৩ ।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ দায়রা জজ, সুনামগঞ্জ কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং ৩৩/২০১৮--এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৫.০৩.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এম, আশরাফ আলী বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে, ২ ও ৩ নং বিবাদীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ জয়নুল হোসেন রুবেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত এবং নথী বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হলো। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটগণ এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট, সুনামগঞ্জ কর্তৃক জি, আর, মোকদ্দমা নং-৯৭/২০০৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৩.০৬.২০০৭ তারিখের রায় ও আদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"এজাহারের সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে, ২৮/০৫/২০০৭ খ্রিঃ তারিখ রোজ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সোমবার সকাল আনুমানিক ০৯.০০ ঘটিকার সময় আসামীরা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে দা, লোহার রড, লাঠি, রোল, ইত্যাদি প্রাননাশক অস্ত্রসহ এবং ধান কাটার সরঞ্জামাদি সহ বেআইনী জনতায় মিলিত হয়ে এজাহারকারীর জমিতে অনধিকার প্রবেশ করে অন্যায় লাভের উদ্দেশ্যে ধান কাটতে শুর করে। তিনি এবং ১নং ৪ নং সাক্ষীগন ঘটনাস্থলে গিয়ে আসামীদেরকে ধান কাটতে নিষেধ করলে আসামী রফিক তাদের অশ- ীলভাবে গালাগাল শুর করলে তিনি প্রতিবাদ করায় উক্ত আসামী উত্তেজিত হয়ে লাঠি দিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে বারি মেরে ফুলা জখম করে। তাকে রক্ষা করার জন্য তার সঙ্গী সাক্ষীরা এগিয়ে আসলে আসামী মদরিছ আলী প্রানে মারার উদ্দেশ্যে দা দিয়ে সাক্ষী ফয়জুর রহমানের মাথার ডানদিকে ছেদ মেরে মারাত্মক কাটা রক্তাক্ত জখম করে। আসামী মতিন লোহার রোল দিয়ে সাক্ষী ফয়জুর রহমানের ডান পায়ের উর তে এবং উক্ত পায়ের হাটুর নীচের পিছনের অংশ পায়ের ঘন্টায় বারি মেরে ফুলা ও তেথলা জখম করে। আসামী শমসের হাতে থাকা কাঠের র ল দিয়ে সাক্ষী ময়না মিয়াকে প্রানে মারার উদ্দেশ্যে মাথা লক্ষ্য করে বারি মারলে তা ডান হাত দিয়ে ফেরালে উক্ত আঘাত তার ডান হাতের তর্জনী আংগুলে পড়ে হাড় ভাঙ্গা জখম হয়। আসামী শমসের পুনরায় হাতে থাকা রোল দিয়ে উক্ত সাক্ষীর শরীরের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বারি মেরে ফুলা ও তেথলানো জখম করে। আসামী হাবিবুল হাতে থাকা লাঠি দিয়ে সাক্ষী সাজিদুর রহমানের শরীরের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বারি মেরে ফুলা ও থেতলানো জখম করে। আসামী মজিদ হাতে থাকা দা দিয়ে প্রানে হত্যার উদ্দেশ্যে সাক্ষী রিয়াস উদ্দিনকে মাথা লক্ষ্য করে ছেদ মারলে উক্ত সাক্ষী তা ডান দিয়ে ফেরালে ডান হাতের তর্জনী এবং বৃদ্ধ আঙ্গুলের মধ্যখানে লেগে মারাত্মক কাটা রক্তাক্ত জখম হয়। তাদের চিৎকারে বাড়ি থেকে কোন কোন সাক্ষীরা তাদেরকে রক্ষা করতে আসলে আসামী শফিক দা দিয়ে প্রানে হত্যার উদ্দেশ্যে সাক্ষী ইয়াসমিনা বেগমের মাথা লক্ষ্য করে ছেদ মারলে উক্ত সাক্ষী প্রান রক্ষার্থে মাথা কিছুটা সরিয়ে নেওয়ায় আঘাত লক্ষভ্রষ্ট হয়ে ডান কানে পড়ে মারাত্মক কাটা রক্তাক্ত জখম হয়। অন্যান্য সাক্ষীরা এবং রাস্ড়া দিয়ে যাতায়াতকারী লোকজন তাদেরকে রক্ষা করেন। পরবর্তীতে সাক্ষীদের সহায়তায় জখমীদেরকে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে ভর্তি করা হয়। *এজাহারকারীর উক্তরূপ লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে দোয়ারাবাজার থানার মামলা নম্বর ০২ তারিখ ০৩/০৬/২০০৭ খ্রিঃ র জু হয় এবং তদন্ড়কারী কর্মকর্তা মামলার তদন্ড় শেষে আসামীদের বির দ্ধে দোয়ারাবাজার থানার অভিযোগপত্র নম্বর ১০৬ তারিখ ২০/০৭/২০০৭ খ্রিঃ দাখিল করলে বিজ্ঞ আমলী আদারত আসামীদের বির দ্ধে অভিযোগসমুহ আমলেগ্রহন করে মামলাটি বিচার*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নিস্পত্তির জন্য অত্রাদালতে বদলী করেন। অতঃপর ১০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে আসামী রফিক মিয়ার বিরুদ্ধে The Penal Code ১৮৬০ এর ১৪৩,৪৪৭,৩২৩,৩৭৯,৩৪ ধারা আসামী মদরিছ আলীর বিরুদ্ধে উক্ত Code এর ১৪৩,৪৪৭,৩২৬,৩০৭,৩৭৯,৩৪ ধারা, আসামী মতিন মিয়া এর বিরুদ্ধে উক্ত Code এর ১৪৩,৪৪৭,৩২৫,৩০৭,৩৭৯,৩৪ ধারা, আসামী হাবিবুলের বিরুদ্ধে উক্ত Code এর ১৪৩,৪৪৭,৩২৩,৩৭৯,৩৪ ধারা, আসামী মজিদ আলী ও শফিক মিয়ার বিরুদ্ধে উক্ত Code এর ১৪৩,৪৪৭,৩২৩,৩০৭,৩৭৯,৩৪ ধারা এবং আসামী মকব্বির, আফতাব আলী, মজিবুল, আজিবুল, সাজিবুল, রাসু দাস, পরিমল, গৌরচান দাস, অখিল দাসের বিরুদ্ধে উক্ত Code এর ১৪৩,৪৪৭,৩৭৯,৩৪ ধারার অপরাধের অভিযোগ গঠন করা হয়। গঠিত অভিযোগ উপস্থিত আসামীদেরকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনালে তারা নিজেকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন। অপর আসামীরা পলাতক থাকায় গঠিত অভিযোগ পাঠ ও ব্যাখ্য করে শুনানো যায়নি। বিচার চলাকালীন সময়ে আসামী শমসর আলী মৃত্যুবরন করায় তার সম্পর্কে অত্র মামলার সকল Proceeding dropped করা হয়। *রাষ্ট্রপক্ষে ছয়জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন। আসামীপক্ষে বিজ্ঞ কৌসুলী সাক্ষীদেরকে জেরা করেন।* *রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্যপর্ব সমাপ্ত হলে উপস্থিত আসামীদেরকে The Code of Criminal Procedure 1898 এর ৩৪২ ধারামতে পরীক্ষা করা হলে তারা নিজেদের নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন এবং কোন সাফাই সাক্ষী পরীক্ষা করবেন না বা কাগজাত দাখিল করবেন না মর্মে নিবেদন করেন। অপর আসামীরা পলাতক থাকায় তাদেরকে The Code of Criminal Procedure ১৮৯৮ এর ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষা করা যায়নি।* ***নির্ণেয় বিষয়*** *১। আসামীরা ২৮/৫/২০০৭ খ্রিঃ তারিখ সোমবার সকাল আনুমানিক ০৯.০০ ঘটিকার সময় বেআইনী জনতায় মিলিত হয়ে ঘটনাস্থলে অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ করেছে কি? আসামীরা বাদীর তপশীল বর্ণিত জমি থেকে ২২,৫০০ (বাইশ হাজার পাচশত) টাকা মূল্যের ৫০ মন ইরি ধান চুরি করেছে কি?* *২। আসামী মজিদ প্রানে হত্যার উদ্দেশ্যে রামদা দিয়ে রিয়াস উদ্দিনের মাথা লক্ষ্য করে ছেদ মারলে তা তার ডান হাতের তর্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলে পরে মারাত্মক কাটা রক্তাক্ত জখম হয়ছে কি? আসামী শফিক মিয়া প্রানে হত্যার উদ্দেশ্যে দা দিয়ে ইয়াসমিন বেগমের মাথা লক্ষ্য করে ছেদ মারলে তা তার ডান*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

কানে পড়ে মারাত্মক রক্তাক্ত জখম হয়েছে কি?

৩। আসামী মদরিছ আলী প্রানে হত্যার উদ্দেশ্যে রামদা দিয়ে সাক্ষী ফয়জুর রহমানের মাথার ডান দিকে ছেদ মেরে মারাত্মক রক্তাক্ত জখম করেছে কি? আসামী মতিন প্রানে হত্যার উদ্দেশ্যে ফয়জুর রহমানের ডান পায়ের উরুতে ও হাটুর নীচে ঘন্টায় বারি মেরে ফোলা ও থেতলানো জখম করেছে কি? আসামী রফিক ও হাবিবুল বাদী সাজিদুর রহমানের শরীরের বিভিন্ন স্থানে লাঠি দিয়ে এলোপাতারী বারি মেরে ফোলা জখম করেছে কি?

৪ আসামীরা The Penal Code 1860 এর ১৪৩,৪৪৭,৩২৩,৩২৫,৩২৬,৩০৭,৩৭৯,৩৪ ধারার অপরাধে শাস্তিযোগ্য কি?

<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত</u>

১, ২, ৩ ও ৪ নং নির্ণেয় বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় তা একত্রে আলোচনা করা হল।

পি ডবি উ ১ এজাহারকারী আসকর আলীর জবানবন্দির সংক্ষিপ্ত ভাষ্য এই যে, বিগত ২৮/০৫/২০০৭ খ্রিঃ তারিখ নালিশী ঘটনা। ঐ দিন সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় তার ক্ষেত বর্গা দেয়ার জন্য মদরিছ আলী বলে। তিনি রাজী না হওয়ায় মদরিছ আলী তার ক্ষেতের অনুমান ৫০ (পঞ্চাশ) মন ধান কেটে নিয়ে যায় অন্যান্য পনের জন আসামীর সহায়তায়। তারা এগিয়ে গেলে মদরিছ আলী প্রানে মারার জন্য ফয়জুর রহমানের মাথায় ডান দিকে ছেদ মারে। মতিন রোল দিয়ে ফয়জুর রহমানের ডান পায়ের হাটুর ঘন্টায় বারি মেরে ভেঙ্গে ফেলে। শমসের ময়না মিয়াকে রুল দিয়ে ডান হাতে মারলে তার অনামিকা আংগুল ভেঙ্গে যায়। আসামী শমসর সাজিদুরের শরীরের বিভিন্নস্থানে আঘাত করে। হাবিবুল লাঠি দিয়ে সাজিদুর রহমানের সারা দেহে এলোপাতারীভাবে মারে। মজিদ দা দিয়ে রিয়াস উদ্দিনের মাথায় ছেদ মারলে সে হাত দিয়ে ফেরালে ডান হাতের অনামিকা ফেটে যায়। শফিক ইয়াছমিনা বেগমকে দা দিয়ে মাথায় ছেদ মারলে তার ডান কান কেটে যায়। আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে আসামীরা চলে যায়। জখমীদেরকে তিনি সহ অন্যান্য সাক্ষীরা সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। পরে থানায় মামলা করেন। তিনি এজাহার ও তাতে থাকা তার নামীয় স্বাক্ষর তার মর্মে আদালতে সনাক্ত করেন যা প্রদর্শনী ১, ১/১ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

তিনি জেরায় বলেন সাক্ষীরা তার দূরবর্তী আত্মীয়। নালিশী জমির খতিয়ান নং ২০০, দাগ নং ৩৬১১। পাঁচ একর জমির ধান কেটে নিয়েছে। ঐ জমির রেকর্ড তার বাবার নামে। তিনি স্বীকার করেন যে, পদ্মারানী তাদের বিরুদ্ধে জি আর ১০১/২০০৭ নং মামলা করেছিল। ঐ মামলায় এ মামলার আসামীরা সাক্ষী

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ছিল। ঐ মামলায় তার ছেলে ময়না মিয়ার সাজা হয়েছিল। তবে সাজার বির"দ্ধে আপীল করেছেন। তিনি জখম হননি। তারা সাত থেকে আটজন লোক আসামীদেরকে বাধা দিয়েছিল। পদ্মারানীর পক্ষে পাচ ছয়জন লোক ছিল। পনের বিশ মিনিট মারামারি হয়েছে। পদ্মারানীর পক্ষে কতজন জখম হয়েছিল বলতে পারবেন না। আসামীদের পক্ষে পনের থেকে বিশজন মানুষ ছিল। তার কেউ আসেনি। ফয়জুর রহমান মেডিকেল রি প্রেজেন্টিটিভ ছিল। তার ডাক্তারের সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল কিনা জানেন না। জখমী সার্টিফিকেট সে ম্যানেজ করেছে কিনা জানেন না। ফজর আলী, সিরাজ মিয়া এসেছিল। তিনি ১৪ জ্যৈষ্ট ১৪১৪ বাংলা মামলা দায়ের করেছেন। ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে দারোগা যায়। ঐ দিন তিনি আটজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি পড়তে পারেন না। এজাহারে কি লেখা আছে বলতে পারবেন না। তার বাড়ী থেকে হাসপাতালে যেতে আধা ঘন্টা লাগে। তিনি আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলীর বাকী সাজেশান অস্বীকার করেন। *পি ডবি উ ২, মোঃ সাজিদুর রহমানের জবানবন্দির সংক্ষিপ্ত ভাষ্য এই যে, তিনি জখমী সাক্ষী। বিগত ২৮/৫/২০০৭ খ্রিঃ তারিখ আনুমানিক সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় নালিশী ঘটনা। ঘটনাস্থল বাদীর বোরো জমি। ঘটনার তারিখ ও সময়ে আসামীরা বাদীর বোরো ধান জোরপূর্বক কেটে নেওয়ার সময় তারা বাধা দেন। মদরিছ দা দিয়ে ফয়জুর রহমানের মাথার ডান দিকে ছেদ মারে। মতিন কাঠের র"ল দিয়ে ফয়জুর রহমানের ডান উর"তে আঘাত করে। শমসর কাঠের র"ল দিয়ে ময়না মিয়ার ডান হাতে তর্জনীতে আঘাত করে ভেঙ্গে ফেলে। হাবিবুল লাঠি দিয়ে তার সারা শরীরে এলোপাতারীভাবে মারপিট করে। আসামী মজিদ কাঠের র"ল দিয়ে গিয়াস উদ্দিনের ডান হাতের মধ্যখানে মারে। শফিক ইয়াসমিনা বেগমের ডান কানে কাটি দিয়ে আঘাত করে। অন্যান্য আসামীরা ধান কেটে নিয়ে যায়। তাদেরকে অন্যান্য সাক্ষীরা সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। তদন্ড়কারী কর্মকর্তার নিকট জবানবন্দি দিয়েছেন। জখমী ফয়জুর রহমান তার আপন ভাই। তিনি ১০/০৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ স্ট্রোক করে মারা গেছেন। অদ্য মান্নারগাও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক ২১/৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত তার (ফয়জুর রহমানের) মৃত্যু সনদ আদালতে দাখিল করেন যা প্রদর্শনী ৪ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।* *তিনি জেরায় বলেন বাদী আসকর আলী তার চাচা। তিনি স্বীকার করেন যে, পদ্ম রানীর সাথে নালিশী জায়গা নিয়ে গোলমাল চলে। তার মামলায় তিনি আসামী ছিলেন। পদ্ম রানীর মামলায় এ মামলার অনেক আসামী সাক্ষী আছে। এই মামলার সাক্ষীরা তার আত্মীয়। তিনি ধান কাটায় বাধা দিতে গিয়েছিলেন। সাক্ষীরা ছাড়াও রাস্ড়ায় চলাচলকারী পাঁচ সাত জন লোক ঘটনা*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দেখেছে। আশেপাশের জমির লোক ধান কাটার সময় ছিলনা। ঘটনার পাঁচ থেকে সাত দিন পরে ঘটনাস্থলে তদন্ড়কারী কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দি দিয়েছেন। প্রায় আধা ঘন্টার মত আসামীরা তাদেরকে মারধর করে। তারা তাদেরকে মারেননি। ফয়জুর রহমান তার আপন ভাই। সে কোম্পানীতে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টিটিভ ছিল। আসকর আলী আগে বাধা দেয়। তিনি পরে দেন। আঘাত পেয়ে তিনি মাটিতে পড়ে যান। পদ্মা রানীর মামলায় ময়না মিয়ার সাজা হয়েছে। মৃত্যু সনদের জন্য তিনি নিজেই ইউনিয়ন পরিষদে দরখাস্ত দিয়েছেন। যে তারিখে সনদ দেয়া হয়েছে সে তারিখেই। মৃত্যুর অনুমান ৭/৮ বছর পর। গত ঈদ কত তারিখে ছিল মনে নাই। তিনি আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলীর বাকি সাজেশান অস্বীকার করেন। পি ডবি- উ ৩ রিয়াস উদ্দিনের জবানবন্দির সংক্ষিপ্ত ভাষ্য এই যে, ২৮/৫/২০০৭ খ্রিঃ মোতাবেক ১৪ জৈষ্ট্য ১৪১৪ বাংলা সোমবার আনুমানিক সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় নালিশী ঘটনা। তার ছোট ভাই জখমী ফয়জুর রহমান আসামীদেরকে ধান কাটতে বাধা দিলে আসামীরা ফয়জুর রহমান, ময়না মিয়া, সাজেদুর রহমানকে প্রচন্ড মারধর করে। আসামী মদরিছের হাতে একটা লাঠি ও একটা সুলফি ছিল। তিনি মদরিছ আলীকে নিষেধ করেন আসামীদেরকে বাধা দিতে। কিন্তু সে বাধা না মেনে তাদেরকে বাধা দেয়। তখন মদরিছ আলীর হুকুমে তাকে ও অন্যান্যদেরকে মারধর করে। কিন্তু কে কাকে মারধর করেছে তা বলতে পারবেন না। পরে লোকজন এসে তাদেরকে উদ্ধার করে। তিনি জখমীদের হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তদন্ড়কারী কর্মকর্তা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। *তিনি জেরায় বলেন ঘটনার সময় তিনি তার জমিতে ছিলেন। প্রায় পাঁচ সাত নল (প্রতি নল সাড়ে সাত হাত) দূরে ছিলেন। তিনি আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলীল বাকী সাজেশন অস্বীককার করেন।* *পি ডবি– উ ৪ এস আই মোঃ ফিরোজ আলমের জবানবন্দির সংক্ষিপ্ত ভাষ্য এই যে, গত ২৮/০৫/২০০৭ খ্রিঃ রোজ সোমবার এজাহারকারী আসকার আলীর লিখিত ও টাইপকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দোয়ারাবাজার থানার মামলা নং ০২ তারিখ ০৩/০৬/২০০৭ খ্রিঃ র"জু করে মামলার তদন্ড়ভার তার উপর অর্পন করেন। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে, খসড়া মানচিত্র, সূচী, সূচীর ব্যাখ্যা আলাদাভাবে প্রস্তুত করেন। সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জখমীদের জখমী সনদ সংগ্রহ করেন। তার তদন্ড়ে আসামীদের বির"দ্ধে আনীত অভিযোগসমুহের প্রাথমিক সত্যতা প্রমানিত হওয়ায় দোয়ারাবাজার থানার অভিযোগপত্র নং ১০৬ তারিখ ২০/০৭/২০০৭ খ্রিঃ দাখিল করেন। তিনি খসড়া মানচিত্র, সূচীপত্র, সূচীপত্রের ব্যাখ্যা এবং সেগুলোতে থাকা তার নামীয় স্বাক্ষর তার মর্মে আদালতে সনাক্ত করেন যা*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		যথাক্রমে প্রদর্শনী ২, ২/১, ৩, ৩/১ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। *তিনি জেরায় বলেন যে, তদন্ড়ভার গ্রহন করে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। নালিশী জায়গার মালিক আসকর আলী। তিনি স্বীকার করেন যে, আসামী মদরিছ আলী নালিশী জমি পদ্মরানীর কাছ থেকে বন্ধক গ্রহন করেছিল এবং ভোগ দখলে ছিল। কোন আলামত জব্দ করেননি। নালিশী জায়গা নিয়ে পদ্মরানী বাদী আসকর আলী গংদের বির"দ্ধে কোন মামলা করেছিল কিনা তা তার জানা নাই। ঘটনাস্থলের আশপাশের লোকদের মধ্যে শমসর আলী, ফজর আলীদের ১৬১ ধারার জবানবন্দি গ্রহন করেছেন। তাদের জমির দাগ নং বলতে পারবেন না। ০৩/০৬/২০০৭ খ্রিঃ তারিখ ঘটনাস্থলে যান। তিনি আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলীর বাকী সাজেশন অস্বীকার করেন।* *পি ডবি- উ ৫ ময়না মিয়ার জবানবন্দির সংক্ষিপ্ত ভাষ্য এই যে, ২৮/৫/২০০৭ খ্রিঃ তারিখ সোমবার আনুমানিক ০৯.০০ ঘটিকায় নালিশী ঘটনা। তিনি তার জমিতে ধান কাটতেছিলেন। তখন আসামীরা তাকে ধান কাটতে বাধা দেয়। তিনি উঠে আসলে তারা তাকে গালাগাল করে। আসামী মদরিছ মিয়া দা দিয়ে সাক্ষী ফয়জুর রহমানের মাথার ডান দিকে ছেদ মেরে মারাত্মক কাটা জখম করে। আসামী মতিন কাঠের র"ল দিয়ে বারি মেরে হাটুর নিচে ঘন্টার উপরে হাড় ভাঙ্গা জখম করে। শমসর আলী রোল দিয়ে ময়না মিয়াকে অর্থ্যাৎ তাকে বারি মেরে ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুলে হাড়ভাঙ্গা জখম করে। (তর্জনী আঙ্গুল ভাঙ্গার চিহ্ন বিদ্যমান এবং বাকা)। আসামী হাবিবুল লাঠি দিয়ে আঘাত করে সাজিদুর রহমানের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ফুলা জখম করে। মজিদ মিয়া দা দিয়ে সাক্ষী রিয়াস উদ্দিনকে প্রানে মারার উদ্দেশ্যে আঘাত করে হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী আংগুলির মাঝখানে মারাত্মক কাটা রক্তাক্ত জখম করে। শফিক দা দিয়ে প্রানে হত্যার উদ্দেশ্যে সাক্ষী ইয়াসমিনা বেগমকে মাথা লক্ষ্য করে ছেদ মারলে তা লক্ষ্যভ্রস্ট হয়ে কানের লতি কেটে জখম হয়। আসামীগন সকলে তাদের পাঁচ কেদার জমির মধ্যে তিন কেদার জমিতে ইরি ধান কেটে নিয়ে ২২,০০০/- (বাইশ হাজার) টাকার ক্ষতি করে।* *তিনি জেরায় বলেন বাদী তার বাবা। তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি বাদী হয়ে আসামীদের বির"দ্ধে জি আর ২৬/০৮ মামলা দায়ের করেন এবং উক্ত মামলায় তারা খালাস পায় নালিশী জায়গা তাদের দাদার জবান আলীর একক নামে রেকর্ডকৃত। তিনি স্বীকার করেন যে, পদ্মারানী তার বাবা সহ তাদের বির"দ্ধে জি আর ১০১/০৭ মামলা দায়ের করে। আসামী মদরিছ গং সাক্ষী ছিলেন কিনা তা জানেন না। ঘটনার সময় তিনি জমিতে ছিলে। ০৮.০০ ঘটিকায় জমিতে যান। আসামীরা দশ/পনের জন ঘটনাস্থলে ছিল। তারা সাত/আটজন ছিলেন। তিনি পাকা ধান দেখার জন্য ঘটনাস্থলে যান। ঘটনার*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

সময় সাক্ষী ফয়জুর রহমান ঔষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধি ছিলনা। এর বছর খানেক আগে ছিলেন। মারপিটের সময় তারা এবং আসামীরা ব্যতিত কতজন লোক জমায়েত হয় তা বলতে পারবেন না। তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে তিনি জবানবন্দি দিয়েছেন। তিনি হাসপাতালে তেইশ দিন ভর্তি ছিলেন। তিনি আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলীর বাকী সাজেশনা অস্বীকার করেন।

পি ডবি- উ ৬ ডাক্তার জালাল আহমদ চৌধুরীর জবানবন্দির সংক্ষিপ্ত ভাষ্য এই যে, তিনি গত ২৮/০৫/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সদর হাসপাতাল সুনামঞ্জে কর্মরত থাকাবস্থায় ফয়েজ আহমদকে, ময়না মিয়া, রিয়াস উদ্দিন, ইয়াছমিনা, সাজিদুর রহমানদেরকে পরীক্ষা করেন। ফয়েজ আহমদকে পরীক্ষা করে তার নিম্নোক্ত জখম পান যথাঃ

1. *Incised wound on the right parietal reigon of scalp measuring 2.5 x 1/4 scalp depth.*
   There was profuse hemorrhage which endangers patients life.
2. *Bruise in the right cuff muscle measuring 1 x 1/2 x ray right ankle shows fracture in the middle memeotus and fracture in the distal shaft of the fibla. X ray film no R1, dt 29/05/2007 which was treated by short leg posterior cast.*
3. *Bruise and echmymosis in the right thigh anterior aspect lower part measuring about 3 x 1/2 .*
4. *Bruise in the lateral aspect of left leg measuring [1/2 x ½.*

Comment was: No I was caused by sharp weapon and grievious in nature. No 2 was caused by blunt weapon and grievious in nature. Injury No 3 and 4 were caused by blunt weapon and simple in nature. All injuries are fresh. It was brought and identified by Sazidur Rahman.

ময়না মিয়ার দেহে নিম্নোক্ত জখম পান যথা:

1. Tenderness and swelling in the right index finger X ray shows fracture in the proximal phalanx of X ray plate no R-2 dt 29/05/2007.

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		2. Tenderness and swelling on the lateral aspect of left arm. *3. Abraction in front of the left elbow joint measuring about ½ x ½.* *All the injuries were caused by blunt weapon No 1 is grevious and no 2 & 3 are simple.* *রিয়াস উদ্দিনের দেহে নিম্নোক্ত জখম পান যথা: Tenderness and swelling in the lateral aspect of the right arm caused by blunt weapon and simple in nature and fresh.* *ইয়াসমিনকে পরীক্ষা করে তার দেহেনিম্নোক্ত জখম পান যথা:* *1.Lacerated wound in the right ear (pina) measuring about ½ x ½ x skin depth.* *2. Tenderness and swelling in the left scapula region Both the injuries caused by blunt weapon, simple in nature and fresh.* *সাজিদুর রহমানকে পরীক্ষা করে নিম্নোক্ত জখম পান যথা:* *1. Tenderness and swelling in the left fore arm lateral aspect below the elbow joint.* *2. Tenderness and swelling in the lateral aspect of right arm.* *Both the injuries are caused by blunt weapon, simple in nature and fresh.* *এদেরকেও সাজিদুর রহমান সনাক্ত করে।* *তিনি জেরায় বলেন, সাজিদুর রহমান জখমীদের সনাক্ত করেছেন। তিনি নিজেও জখমী। জখমীদের সাথে তার সম্পর্ক কি তা উলে- খ করেন নি। কোন ব্যাক্তিকে কখন পরীক্ষা করেন তা সুনির্দিষ্ট করে উলে- খ করেন নি। ফয়েজ আহমদ এর জখম ধারালো অস্ত্র দ্বারা সংঘটিত। দায়ের আঘাতে এরকম জখম হতে পারে। জখমগুলো দুই ঘন্টার মধ্যে সংঘটিত লেখা আছে। ফয়েজ আহমদ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টিটিভ ছিল কিনা তা জানেন না। জখমীরা কতদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিল তা জখমী সনদে উলে- খ নাই। ময়না মিয়ার তর্জনী আঙ্গুলে জখম ছিল।* *পর্যালোচনায় দেখা যায় রাষ্ট্রপক্ষ আসামীদের বির"দ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের জন্য ছয়জন সাক্ষীকে আদালতে পরীক্ষা করেছেন। পি, ডব্লিউ-১ আসকর আলী, পি ডবি– উ ২ সাজিদুর রহমান, পি ডবি– উ ৩

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		রিয়াস উদ্দিন, পি ডবি- উ ৫ ময়না মিয়া প্রত্যেকেরই নালিশী ঘটনার তারিখ সময় ও স্থান বিষয়ে একইরকম সাক্ষ্য প্রদান করে জবানবন্দিতে বলেছেন, ২৮/০৫/২০০৭ খ্রিঃ তারিখ রোজ সোমবার সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় বাদীর বোরো জমিতে নালিশী ঘটনা, প্রদর্শনী ১ চিহ্নিত এজাহার পর্যালোচনায় দেখা যায় তাতে ঘটনাস্থল সুনির্দিষ্ট দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বর, এবং চৌহদ্দির বর্ণনা রয়েছে। তদুপরি পি ডবি- উ ১ আসকর আলী জেরাতেও ঘটনাস্থলের দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বর সুনির্দিষ্ট করেছেন। তবে পি ডবি- উ ১ আসকর আলী, পি ডবি- উ ২ সাজিদুর রহমান, পি ডবি- উ ৫ ময়না মিয়ার স্বীকৃতমতে নালিশী জায়গা নিয়ে পদ্মারানীর সাথে তাদের মামলা মোকদ্দমা রয়েছে। তাছাড়া জেরাতে মামলার ঘটনাস্থল বিষয়ে আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলী ভিন্ন কিছু বের করতে সক্ষম হননি। ফলে নালিশ ঘটনাস্থল কার দখলে সেটি বিতর্কিত হলেও নালিশী ঘটনাস্থল রাষ্ট্রপক্ষ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের উর্দ্ধে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন। *এবার আমরা দেখব রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষ্য প্রমান আসামীদের বির"দ্ধে গঠিত অভিযোগসমূহ কতটুকু প্রমাণি করতে সক্ষম হয়েছেন।* *আসামী সমশের আলী মামলা চলাকালীন সময়ে মৃত্যুবরন করায় তারি তার বির"দ্ধে কোন সিদ্ধান্ে উপনীত হওয়ার সুযোগ নেই বিধায় আসামী শমসর আলীর সংক্রান্ড় সাক্ষ্য আমরা পর্যালোচনা করবনা।* *অত্র মামলার সকল আসামীর বির"দ্ধে The Penal Code 1860 এর ৪৪৭/৩৭৯/৩৪ ধারার অপরাধের অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। পিডবি- উ ১ আসকর আলী এ সংক্রান্ড়ে সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি জবানবন্দিতে বলেছেন ঐ দিন আসামী মদরিছ আলী তার ক্ষেত বর্গা না পেয়ে অন্য আসামীদের সহায়তায় তার ক্ষেতের আনুমানিক পঞ্চাশ মন ধান কেটে নিয়ে যায়। জেরাতে তিনি বলেছেন পাঁচ একর জমির ধান আসামীরা কেটে নিয়েছে। পি ডবি- উ ২ সাজিদুর রহমানের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি জবানবন্দিতে বলেছেন আসামীরা বাদীর বোরো ধান জোর করে কেটে নেয়ার সময় তারা বাধা দিলে মারপিট শুর" হয়। আসামীরা এক পর্যায়ে ধান কেটে নিয়ে যায়। তবে জেরাতে তিনি স্বীকার করেছেন পদ্মারানীর সাথে নালিশী জায়গা নিয়ে তার চাচা এজাহারকারী আসকর আলীর মামলা ও বিরোধ ছিল। এ নিয়ে দায়েরী মামলায় তিনিও আসামী ছিলেন। পি ডবি- উ ৩ রিয়াস উদ্দিনের জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় আসামীদেরকে ধান কাটতে বাধা দিলে মারপিট হয়। পি ডবি- উ ৫ ময়না মিয়ার জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি বলেছেন তারা তাদের জমিতে ধান কাটার সময় আসামীরা ধান কাটতে বাধা দেয়। আসামীরা তাদের পাঁচ কেদার জমির মধ্যে তিন কেদার জমির ইরি*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ধান কেটে নিয়ে যায়। ফলে দেখা যাচ্ছে পি ডবি- উ ১ আসকর আলী, পি ডবি– উ ২ সাজিদুর রহমান, পি ডবি– উ ৩ রিয়াস উদ্দিন এবং পি ডবি– উ ৫ ময়না মিয়া তাদের জবানবন্দিতে আসামীদের বির"দ্ধে তাদের জমিতে অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং জমি থেকে জোরপূর্বক ধান কেটে নেয়ার বিষয়ে একইরকম সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তবে তদন্ড়কারী কর্মকর্তা পি ডবি– উ ৪ এস আই মোঃ ফিরোজ আলম তার জেরায় বলেছেন আসামী মদরিছ আলী পদ্মারানী থেকে নালিশী জমি বন্ধক নিয়েছিল এবং ভোগ দখলে ছিল। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং স্থানীয় সাক্ষীর সাক্ষ্য ঘটনার সময়ে নালিশী জায়গা কার দখলেছিল সে বিষয়ে বিপরীতধর্মী হচ্ছে। আমরা জানি ৩৭৯ ধারার অপরাধ প্রমান করতে হলে রাষ্ট্রপক্ষকে ৩৭৮ ধারার বিধানুযায়ী জায়গার দখল সহ কতক বিষয় প্রমান করতে হয়। ফলে অত্র মামলার অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং ধান চুরির অভিযোগ প্রমান করতে হলে রাষ্ট্রপক্ষকে এটি প্রমান করতে হবে যে, নালিশী ঘটনার সময় নালিশী জমি এজাহারকারীর দখলে ছিল। অত্র মামলার আনুষ্টানিক সাক্ষী তথা তদন্ড়কারী কর্মকর্তা এস আই মোঃ ফিরোজ আলম জেরাতে স্বীকার করেছেন আসামী মদরিছ আলা নালিশী জায়গা নালিশী ঘটনার সময় বন্ধকসূত্রে ভোগ দখলে ছিল। ফলে রাষ্ট্রপক্ষ নালিশী জায়গায় এজাহারকারীর দখল যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের উর্ধ্বে প্রমাণ করতে সক্ষম হননি। যেহেতু নালিশী জায়গায় রাষ্ট্রপক্ষের দখল যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের উর্ধ্বে প্রমাণিত হয় নি সেহেতু নালিশী জায়গায় আসামীদের প্রবেশ অবৈধ ছিল কিনা এবং আসামীরা এজাহাকারীর ধান কেটে নিয়েছিল কিনা তা প্রমানিত হচ্ছে না। ফলে সকল আসামী ৪৪৭/৩৭৯/৩৪ ধারার অপরাধের অভিযোগ থেকে নির্দোষ গণ্যে খালাসযোগ্য সাব্যস্থ হলেন। *অত্র মামলার আসামী রফিক মিয়া, হাবিবুল, মজিদ আলী ও শফিক মিয়ার বির"দ্ধে ৩২৩ ধারার অপরাধের অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষে পরীক্ষিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় পি ডবি- উ ১ আসকর আলী তার জবানবন্দিতে বলেছেন হাবিবুল লাঠি দিয়ে সাজিদুর রহমানের সারা দেহে এলোপাতারীভাবে মারে, মজিদ দা দিয়ে রিয়াস উদ্দিনের মাথায় ছেদ মারলে তার ডান হাতের অনামিকা আংগুল ফেটে যায়, শফিক ইয়াছমিনা বেগমকে দা দিয়ে মাথায় ছেদ মারলে তার ডান কান কেটে যায়। পি ডবি- উ ২ মোঃ সাজিদুর রহমান তার জবানবন্দিতে বলেছেন হাবিবুর লাঠি দিয়ে তার শরীরে এলোপাতালী ভাবে মারপিট করে। আসামী মজিদ কাঠের র"ল দিয়ে গিয়াস উদ্দিনের ডান হাতের মধ্যখানে মারে, শফিক ইয়াসমিনা বেগমের ডান কানে কাছি দিয়ে আঘাত করে। পি ডবি- উ ৪ রিয়াস উদ্দিন তার জবানবন্দিতে কে কাকে মারধর করেছে তা বলতে পারবেন না মর্মে উলে- খ*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করেছেন। পি ডবি- উ ৫ ময়না মিয়া তার জবানবন্দিতে বলেছেন হাবিবুর লাঠি দিয়ে সাজিদুর রহমানের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে ফোলা জখম করে। মজিদ দা দিয়ে রিয়াস উদ্দিনকে প্রানে মারার উদ্দেশ্যে আঘাত করে হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী আঙ্গুলির মাঝখানে মাংশক কাটা জখম করে। পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় জখমী সাজিদুর রহমান, রিয়াস উদ্দিন, ইয়াসমিনা ও গিয়াস উদ্দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপক্ষ সাজিদুর রহমান ও রিয়াস উদ্দিনকে যথাক্রমে পি ডবি- উ ২ ও পি ডবি- উ ৩ হিসেবে পরীক্ষা করেছেন। ইয়াসমিনা এবং গিয়াস উদ্দিনকে রাষ্ট্রপক্ষ পরীক্ষা করেননি। পি ডবি– উ ১ আসকর আলী আসামী মজিদের বির"দ্ধে রিয়াস উদ্দিনকে ছেদ দেয়ার অভিযোগ করলেও জখমী রিয়াস উদ্দিন পি ডবি- উ ৩ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদানকালে পি ডবি- উ ১ আসকর আলীকে সমর্থন করে সাক্ষ্য প্রদান করেননি। তবে সাজিদুর রহমান পি ডবি- উ ২ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদানকালে আসামী হাবিবুলের বির"দ্ধে লাঠি দিয়ে তার শরীরে এলোপাতারীভাবে আঘাত করার অভিযোগ করেছেন। উক্ত জখমীকে পরীক্ষাকারী ডাক্তার জালাল আহমদ চৌধুরী অত্র মামলায় পি ডবি- উ ৬ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেছেন তিনি জখমী সাজিদুর রহমানকে পরীক্ষা করে তার বাম বাহুতে কনুই সন্ধির নীচে এবং ডান হাতে ভোতা অস্ত্র দ্বারা সংঘটিত সাধারন জখম পেয়েছেন। জেরাতেও তিনি তার এর"প সাক্ষ্যে অটল ছিলেন। ফলে আসামী হাবিবুলের বির"দ্ধে আনীত রাষ্ট্রপক্ষের ৩২৩ ধারার অপরাধের অভিযোগ যুগপৎভাবে ঘটনার সাক্ষী ও পারিপার্শ্বিক সাক্ষীর সমর্থনমূলক সাক্ষ্য দ্বারা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের উর্ধ্বে প্রমাণিত হয়েছে। *পক্ষান্ড়রে মজিদ আলীর বির"দ্ধে রিয়াস উদ্দিনকে ডান হাতে আঘাত করার অভিযোগ থাকলেও উক্ত রিয়াস উদ্দিন পি ডবি- উ ৩ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদানকালে এ বিসয়ে মজিদ আলীর বির"দ্ধে কোন অভিযোগ করেন নি। একইভাবে আসামী শফিক মিয়ার বির"দ্ধে ইয়াসমিনা বেগমকে ডান কানে আঘাত করার অভিযোগ থাকলেও রাষ্ট্রপক্ষ উক্ত ইয়াসমিনা বেগমকে আদালতে পরীক্ষা করতে পারেন নি। আসামী রফিক মিয়ার বির"দ্ধে ৩২৩ ধারার অপরাধের অভিযোগ গঠন করা হলেও রাষ্ট্রপক্ষে পরীক্ষিত কোন সাক্ষী এ বিষয়ে রফিক মিয়াকে অভিযুক্ত করে সাক্ষ্য প্রদান করেননি। ফলে উক্ত আসামী মজিদ আলী, শফিক মিয়া ও রফিক মিয়ার বির"দ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ ৩২৩ ধারার অপরাধের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সম্পূর্ণর"পে ব্যর্থ হয়েছেন। একই সাথে মজিদ আলী এবং শফিক মিয়ার বির"দ্ধে ৩০৭ ধারার অপরাধের অভিযোগ গঠন করা হলেও রাষ্ট্রপক্ষ পরীক্ষিত কোন সাক্ষীই এ বিষয়ে কোন কিছু উলে- খ করেননি বিধায় আসামী মজিদ আলী ও শফিক মিয়া ৩০৭ ধারার অপরাধের অভিযোগ থেকে খালাসযোগ্য সাব্যস্ড় হলেন।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অত্র মামলার আসামী মদরিছ আলীর বির"দ্ধে ৩২৬,৩০৭ ধারার অপরাদের অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের পরীক্ষিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা দেখা যায় পি ডবি- উ ১ আসকর আলী তার জবানবন্দিতে বলেছেন আসামী মদরিছ আলী প্রানে হত্যার উদ্দেশ্যে ফয়জুর রহমানের মাথার ডান দিকে ছেদ মারে। পি ডবি- উ ২ মোঃ সাজিদুর রহমান বলেছেন মদরিছ দা দিয়ে ফয়জুর রহমানের মাথার ডান দিকে ছেদ মারে। পি ডবি- উ ৫ ময়না মিয়া তার জবানবন্দিতে বলেছেন আসামী মদরিছ দা দিয়ে সাক্ষী ফয়জুর রহমানের মাথার ডান দিকে ছেদ মেরে মারাত্মক রক্তাক্ত কাটা জখম করে। উক্ত সাক্ষীরা প্রত্যেকেই তাদের জেরাতে মদরিছ আলীর বির"দ্ধে জবানবন্দিতে প্রদত্ত সাক্ষ্যের উপর অটল ছিলেন। রাষ্ট্রপক্ষ উক্ত ফয়জুর রহমানকে আদালতে পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করেননি। পি ডবি- উ ২ মোঃ সাজিদুর রহমানের জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় ফয়জুর রহমান তার সহোদর ভাই। ১০/০৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে স্ট্রোক করে উক্ত ফয়জুর রহমান মৃত্যুবরন করেছেন। তার মৃত্যুর সমর্থনে পি ডবি- উ ২ মোঃ সাজিদুর রহমান মান্নারগাও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিগত ২১/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের মৃত্যুসনদ ও আদালতে দাখিল করেছেন যা প্রদর্শনী ৪ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রদর্শনী ৪ চিহ্নিত মৃত্যু সনদ পর্যালোচনায় দেখা যায় ফয়জুর রহমান ১০/০৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মৃত্যুবরন করেছেন। আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলীও উক্ত সাক্ষীকে জেরা করতে ভিন্ন কিছু প্রমান করতে পারেন নি। যেহেতু ১০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে অত্র মামলায় আসামীদের বির"দ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে সেহেতু অভিযোগ গঠনের তিন বছর আগেই মৃত্যুবরনকারী উক্ত ফয়জুর রহমানকে পরীক্ষা করার বাস্ড়ব সুযোগ রাষ্ট্রপক্ষের ছিলনা। নথিতে শামিল ফয়জুর রহমানের ১৬১ ধারার জবানবন্দিতেও আসামী মদরিছ আলীর বির"দ্ধে তার মাথার ডান পার্শ্বে কোপ দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে ঘটনার সাক্ষীদের ধারাবাহিক সাক্ষ্যে আসামী মদরিছ আলীর বির"দ্ধে ফয়জুর রহমানকে দা দিয়ে মাথায় আঘাত করার অভিযোগ যুক্তিসংগত সন্দেহের উর্ধ্বে প্রমানিত হয়েছে। উপরন্তু উক্ত ফয়জুর রহমানকে পরীক্ষাকারী ডাক্তার জালাল আহমদ চৌধুরী পি ডবি- উ ৬ হিসেবে আদালতে সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেছেন তিনি তাকে পরীক্ষা করে সাক্ষীদের বর্ণিত মতে তার মাথার ডান পার্শ্বের কপালাস্থিতে ২.৫ ও ১/৪ ও চামড়াভেদী জখম পেয়েছেন। ফলে ডাক্তার সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা ঘটনার সাক্ষীদের সাক্ষ্য সমর্থিত হচ্ছে। ফলে আসামী মদরিছ আলীর বির"দ্ধে ফয়জুর রহমানের মাথায় ডান পাশে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ যুক্তিসংগত সন্দেহের উর্ধ্বে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন মর্মে সাব্যস্ড় হল।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এবার আমরা দেখব মদরিছ আলীর উক্ত আঘাত ৩২৬ ও ৩০৭ ধারার উপাদানকে আকৃষ্ট করে কি? *পি ডবি- উ ৬ ডাক্তার জালাল আহমদ চৌধুরী তার জবানবন্দীতে বলেছেন ফয়েজ আহমদের উক্ত আঘাতের ফলে প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল এবং তাতে তার জীবন সংশয়ের আশংকাও ছিল। তিনি আরও বলেছেন উক্ত আঘাতটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে সংঘটিত গুর"তর প্রকৃতির ছিল। নথিতে সামিল উক্ত ফয়েজ আহমদের জখমী সনদ পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি উক্ত জখম নিয়ে সদর হাসপাতালে ২৮/০৫/২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে। ২১/০৬/২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় অর্থ্যাৎ ২৫ দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। ফলে দেখা যাচ্ছে The Penal Code 1860 এর ৩২০ ধারার সর্বশেষ প্যারায় বর্ণিত উপাদান অত্র মামলায় বিদ্যমান রয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় রাষ্ট্রপক্ষ আসামী মদরিছ আলীর বির"দ্ধে ৩২৬ ধারার অপরাধের অভিযোগ যুক্তিসংগত সন্দেহের উর্ধ্বে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে ৩০৭ ধারার উপাদান রাষ্ট্রপক্ষ যুক্তিসংগত সন্দেহের উর্ধ্বে প্রমাণ করতে সক্ষম হননি।* *অত্র মামলায় আসামী মতিন মিয়ার বির"দ্ধে ৩২৫, ৩০৭ ধারার অপরাধের অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে পি ডবি- উ ১ আসকর আলী তার জবানবন্দিতে বলেছেন আসামী মতিন মিয়া রোল দিয়ে ফয়জুর রহমানের ডান পায়ের হাটুর ঘন্টায় বারি মেরে ভেঙ্গে ফেলে। পি ডবিউ ২ মোঃ সাজিদুর রহমান বলেছেন আসামী মতিন মিয়া কাঠের র"ল দিয়ে ফয়জুর রহমানের ডান উর"তে আঘাত করে। পি ডবি- উ ৫ ময়না মিয়া বলেছেন আসামী মতিন কাঠের র"ল দিয়ে বারি মেরে ফয়জুর রহমানের হাটুর নীচে ঘন্টার উপরে হাড়ভাঙ্গা জখম করে। উক্ত সাক্ষীরা প্রত্যেকেই তাদের জেরাতেও মদরিছ আলীর বির"দ্ধে জবানবন্দিতে প্রদত্ত সাক্ষ্যের উপর অটল ছিলেন। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রপক্ষে পরীক্ষিত পি ডবি- উ১ আসকর আলী ও পি ডবি- উ ৫ ময়না মিয়া উভয়ই তাদের সাক্ষ্যে আসামী মতিন মিয়ার বির"দ্ধে কাঠের র"ল দিয়ে ফয়জুর রহমানের ডান হাটুর ঘন্টায় বারি মারার অভিযোগে একইরকম সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। পক্ষান্ড়রে পিডবি- উ ২ মোঃ সাজিদুর রহমান আসামী মতিন মিয়ার বির"দ্ধে ফয়জুর রহমানের ডান উর"তে আঘাত করার বিষয়ে অভিযোগ করেছেন। প্রদর্শিত ১ চিহ্নিত এজাহার পর্যালোচনায় দেখা যায় এজাহারে আসামী মতিন মিয়া কর্তক ফয়জুর রহমানের ডান হাটুর ঘন্টায় এবং উর"তে আঘাত করার বিষয়টিও উলে- খ রয়েছে। জখমী ফয়জুর রহমানকে পরীক্ষাকারী ডাক্তার জালাল আহমদ চৌধুরী পি ডবি- উ ৬ হিসাবে আদালতে সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেছেন তিনি তাকে পরীক্ষা করে ডান হাটুর ঘন্টায় এবং ডান উর"তে জখম পান। তার মতে ডান হাটুর ঘন্টার জখমটি ভোতা অস্ত্র দিয়ে*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সংঘটিত গুর"তর প্রকৃতির এবং ডান উর"র জখমটি ভোত অস্ত্র দিয়ে সংঘটিত সাধারন প্রকৃতির জখম। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, জখমী ফয়জুর রহমানের দেহের ডান উর"তে এবং ডান হাটুর ঘন্টায় দুটি জখম পাওয়া যাচ্ছে। উক্ত জখমী ফয়জুর রহমানের ১৬১ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি বলেছেন আসামী মতিন কাঠের র"ল দিয়ে তার পায়ের ঘন্টায় সজোরে বারি মারে। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় ঘটনার সাক্ষীদের ধারাবাহিক সাক্ষ্য, জখমী ফয়জুর রহমানের ১৬১ ধারার জবানবন্দির ভাষ্য ও জখমী পরীক্ষাকারী ডাক্তার সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা আসামী মতিন মিয়ার বির"দ্ধে ফয়জুর রহমানকে কাঠের র"ল দিয়ে ডান পায়ের হাটুর নিচে ঘন্টায় আঘাত করার অভিযোগ যুক্তিসংগত সন্দেহের উর্ধ্বে প্রমাণিত হয়েছে। এবার আমরা দেখব আসামী মতিন মিয়া উক্ত অপরাদের ফলে ৩২৫ ধারায় শাস্ড়িযোগ্য কি? এ বিষয়ে পি ডবি- উ ৬ ডাক্তার জালাল আহমদ চৌধুরীর জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি সাক্ষীদের বর্ণিত মতে ফয়েজুর রহমান ওরফে ফয়েজ আহমদকে পরীক্ষা করে ডান পায়ের ঘন্টায় যে, জখম পেয়েছেন তাতে এক্সরে ফিল্ম নং আর ১ তারিখ ২৯/০৫/২০০৭ খ্রিঃ এর রিপোর্ট অনুযায়ী তার ডান পায়ের ঘন্টা ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং তার উক্ত পায়ের অনুজঙ্ঘাস্থিও ভেঙ্গে গিয়েছিল। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, আসামী মতিন মিয়া কৃত আঘাত ৩২০ ধারায় বর্ণিত ৭ম প্রকারের আঘাতের মধ্যে পড়েছে। ফলে রাষ্ট্রপক্ষ আসামী মতিন মিয়ার বির"দ্ধে ৩২৫ ধারার অপরাধের অভিযোগ যুক্তিসংগত সন্দেহের উর্ধ্বে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে আসামী মতিন মিয়ার বির"দ্ধে গঠিত ৩০৭ ধারার অপরাধের কোন উপাদান রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমান করতে সক্ষম হননি। *অত্র মামলায় সকল আসামীর বির"দ্ধে The Penal Code 1860এর ১৪৩ ধারার অপরাধের অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।* *আমরা জানি ১৪৩ ধারার অপরাধের অন্ড়র্ভুক্ত হতে হলে ১৪১ ধারার বিধান মোতাবেক কমপক্ষে পাচজন ব্যাক্তিকে কোন অপরাধ বা বেআইনী কাজ সংঘটনের জন্য একত্রিত হতে হয়। অত্র মামলার রাষ্ট্রপক্ষের পরীক্ষিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় আসামী মদরিছ আলী, মতিন মিয়া ও হাবিবুল ব্যতিত বাকী আসামীদের বির"দ্ধে আনীত অভিযোগ সমুহ যুক্তিসংগত সন্দেহের উর্ধ্বে প্রমাণিত হয়নি বিধায় ১৪৩ ধারার অপরাধের অভিযোগ যুক্তিসংগত সন্দেহের উর্ধ্বে প্রমাণ করতে সক্ষম হননি মর্মে সাব্যস্ড় হল।* *আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলী যুক্তিতর্ক শুনানীকালে নিবেদন করেন যে, এজাহার এবং সাক্ষীদের বর্ণনা অনুযায়ী ঘটনার সময় ০৯.০০ ঘটিকায় অথচ পি ডবি- উ ৬ ডাক্তার জালাল আহমদ চৌধুরী কর্তৃক ইস্যুকৃত জখমী সনদের বর্ণনানুযায়ী তিনি জখমীদের ০৯.২৫ ঘটিকায় পরীক্ষা করেছেন। পি ডবি- উ*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসকর আলী, জেরাতে বলেছেন ঘটনাস্থল থেকে হাসপাতালে আসতে আধা ঘন্টা সময় লাগে। ফলে ০৯.২৫ ঘটিকায় ডাক্তার কর্তৃক জখমীদের পরীক্ষা করার বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে এজাহারকারীপক্ষে বিজ্ঞ কৌসুলী যুক্তিতর্ক শুনানীকালে নিবেদন করেছেন সাক্ষীরা ঘটনার সময়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা আনুমানিক। ফলে ১০/১৫ মিনিটের পার্থক্য প্রকৃত সময়ের সাথে মৌখিক সাক্ষ্যে থাকতেই পারে। যেহেতু সাক্ষীদের ভাষ্যমতে তারা ০৯.৩০ ঘটিকায় হাসপাতালে গিয়েছেন মর্মে জবানবন্দিতে উলে- খ করেছেন এবং জেরাতে ও এর উপর অটল ছিলেন তাই সার্বিক পর্যালোচনায় নালিশী ঘটনার সময় বিষয়ে উলে- খ্যযোগ্য তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কেননা সাক্ষীরা আনুমানিক সময় তাদের জবানবন্দিতে উলে- খ করেছেন। ফলে এ বিষয়ে আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলীর বক্তব্য গ্রহনযোগ্য নয়। *আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলী যুক্তিতর্ক শুনানীকালে আরও নিবেদন করেছেন নালিশী ঘটনা ২৮/০৫/২০০৭ খ্রিঃ তারিখ মর্মে রাষ্ট্রপক্ষ দাবী করলেও ০৩/০৬/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে অর্থ্যাৎ ছয়দিন বিলম্বে মামলা দায়ের করেছেন বিধায় নালিশী ঘটনার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হচ্ছে। বিজ্ঞ কৌসুলীর এ বক্তব্য ও সঠিক নয়। কেননা প্রদর্শনী ১ চিহ্নিত এজাহার পর্যালোচনায় দেখা যায় মামলাটি ২৯/০৫/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে অর্থ্যাৎ একদিন পরেই আদালতে দায়ের করা হয়। যা প্রাথমিক তদন্ড় শেষে দোয়ারাবাজার থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ০৩/০৬/০৭ খ্রিঃ তারিখে নিয়মিত মামলা হিসেবে র"জু করেছেন। ফলে আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলীর বক্তব্য গ্রহনযোগ্য নয়।* *আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলী যুক্তিতর্ক শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, নালিশী ঘটনাস্থল বিষয়ে পি ডবি- উ১ আসকর আলী, পি ডবি- উ ২ মোঃ সাজিদুর রহমান, পি ডবি- উ ৩ রিয়াস উদ্দিন, পি ডবি– উ ৫ ময়না মিয়া, সুনির্দিষ্টভাবে বলেননি বিধায় নালিশী ঘটনাস্থল প্রমাণিত হয়নি। পি ডবি- উ ১ আসকর আলী, পি ডবি- উ ২ মোঃ সাজিদুর রহমান ও পি ডবি- উ ৫ ময়না মিয়ার জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় তারা প্রত্যেকেই বলেছেন, নালিশী ঘটনাস্থল বাদীর বোরো জমি। প্রদর্শনী ১ চিহ্নিত এজাহার পর্যালোচনায় দেখা যায় তাতে নালিশী ঘটনাস্থল সুনির্দিষ্টভাবে উলে- খ আছে। ঘটনাস্থল বাদীর কিনা সেটা অত্র মামলায় বির্তকিত হয়েছে সত্য। কিন্তু নালিশী ঘটনাস্থল বিতর্কিত হয়নি। ফলে নালিশী ঘটনাস্থল প্রমানিত হয়নি মর্মে আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলীর উক্ত দাবীও গ্রহনযোগ্য নয়। আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলী যুক্তিতর্ক শুনানীকালে আরও নিবেদন করেছেন যে, পিডবি- উ ৪ এস আই মোঃ ফিরোজ আলমের জেরার স্বীকৃত মতে আসামীপক্ষ নালিশী ঘটনার সময় নালিশী জায়গার ভোগ দখলে ছিল। বাদীপক্ষ ধান কাটতে যাওয়ায় নালিশী*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ঘটনার সূত্রপাত। আসামীপক্ষের বিজ কৌসুলীর এ যুক্তি যদি মেনে নেয়া হয় তথাপি তা আসামীপক্ষকে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার অনুমোদন দেয় না। এক্ষেত্রে আসামীপক্ষ আইনানুগ পন্থায় প্রতিকার গ্রহন করতে পারেন। তাই বিজ্ঞ কৌসুলীর এ যুক্তি গ্রহনযোগ্য নয়। *আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলী যুক্তিতর্ক শুনানীকালে আরও নিবেদন করেছেন যে, পিডবি- উ ৬ ডাক্তার জালাল আহমদ চৌধুরী তার জবানবন্দিতে বলেছেন তিনি ২৮/৫/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে জনৈক ফয়েজ আহমদকে পরীক্ষা করেছেন। অথচ রাষ্ট্রপক্ষ ফয়েজ আহমদ নামে কেউ মদরিছ আলী ও মতিন মিয়া দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে দাবী করেননি। তাই আসামী মদরিছ আলী ও মতিন মিয়া শাস্তিযোগ্য নয়। বিজ্ঞ কৌসুলীর এ যুক্তিও গ্রহনযোগ্য নয়। কেননা যদিও পি ডবি- উ ৬ ডাক্তার জালাল আহমদ চৌধুরী বলেছেন তিনি ফয়েজ আহমদকে পরীক্ষা করেছেন মর্মে উলে- খ করেছেন তাতে উক্ত ফয়েজ আহমদ যে ফয়জুর রহমান নয় তা প্রমাণিত হয়নি। কেননা রাষ্ট্রপক্ষের দাখিলী প্রদর্শনী ৪ চিহ্নিত মৃত্যু সনদ পর্যালোচনায় দেখা যায় ফয়েজ আহমদের মূল নাম ফয়জুর রহমান। উক্ত সনদে তার নাম ফয়জুর রহমান ওরফে ফয়েজ আহমদ উলে- খ আছে। তাছাড়া ফয়েজ আহমদ যে ফয়জুর রহমান নন এরূপ কোন মৌখিক বা দালিলিক সাক্ষ্য আসামীপক্ষ আদালতে দাখিল করতে সক্ষম হননি। ফলে আসামী মদরিছ আলী ও মতিন মিয়া ফয়জুর রহমান ওরফে ফয়েজ আহমদকে আঘাত করেছেন মর্মে সাব্যস্ত হল।* *সার্বিক পর্যালোচনায় আসামী মদরিছ আলী The Penal Code 1860 এর ৩২৬ ধারার অপরাধে শাস্তিযোগ্য ও ৩০৭ ধারার অপরাধের অভিযোগ থেকে খালাসযোগ্য সাব্যস্ত হলেন। আসামী মতিন মিয়া উক্ত Code এর ৩২৫ ধারার অপরাধের শাস্তিযোগ্য ও ৩০৭ ধারার অপরাধের অভিযোগ থেকে খালাসযোগ্য সাব্যস্ত হলেন। আসামী হাবিবুল উক্ত Code এর ৩২৩ ধারায় শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত হলেন।* *আসামী মদরিছ আলী যেহেতু ধারালো অস্ত্র দিয়ে ফয়জুর রহমানের স্পর্শকাতর অঙ্গ তথা মাথায় গুরুতর আঘাত করেছেন এবং আসামী মতিন যেহেতু ফয়জুর রহমানের পায়ের ঘন্টায় ভোতা অস্ত্র দিয়ে বারি মেরে হাড়ভাঙ্গা জখম করেছেন তাই তাদের উভয়কেই সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করাই যুক্তিসংগত হবে। তবে যেহেতু পি ডবি- উ ৪ এস আই মোঃ ফিরোজ আলমের জেরার ভাষ্যমতে আসামীপক্ষ নালিশী জায়গার দখলে ছিল এবং বাদীপক্ষ দখল প্রমান করতে সক্ষম হননি তাই আদালতের নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাদীপক্ষ আসামীদেরকে নালিশী ঘটনা সংঘটনে প্ররোচিত করেছে। তাই ৩২৬,৩২৫ ধারায় সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড দেয়ার এখতিয়ার অত্র আদালতের*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		থাকলেও আসামী মদরিছ আলীকে ০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস সশ্রম কারাদন্ড ও ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা অর্থদন্ড এবং আসামী মতিন মিয়াকে ০১ (এক) বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা অর্থদন্ড প্রদান করাই যথেষ্ট হবে। অপর আসামী হাবিবুলের বিরদ্ধে ৩২৩ ধারার অপরাধ প্রমানিত হওয়ায় তাকে কেবলমাত্র অর্থদন্ড প্রদান করাই যুক্তিসংগত হবে। *এভাবে নির্ণেয় বিষয়সমূহ আসামী মদরিছ আলী, মতিন মিয়া ও হাবিবুলের প্রতিকূলে ও রাষ্ট্রপক্ষের অনুকুলে এবং আসামী মকব্বির মিয়া, মজিদ আলী, শফিক মিয়া, রফিক মিয়া, আফতাব আলী, মজিবুল, অজিবুল, সাজিবুল, রাসু দাস, পরিমল দাস, গৌরচান দাস ও অখিল দাসের অনুকূলে নিস্পত্তি করা হল।* *অতএব,* *আদেশ হয় যে,* *আসামী মদরিছ আলীকে The Penal Code 1860 এর ৩২৬ ধারার অধীন অপরাধে দোষী সাব্যস্ড় করে ০১ (এক) বছর ০৬ মাস সশ্রম কারাদন্ড ও ২০০০/- (দুই হাজার) টার অর্থদন্ড অনাদায়ে ০১ (এক) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হল।* *আসামী মতিন মিয়াকে উক্ত Code এর ৩২৫ ধারার অধীন অপরাধে দোষী সাব্যস্ড় করে ০১ (এক বছর) সশ্রম কারাদন্ড ও ১,০০০/- (এক) হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে ০১ (এক) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হল।* *আসামী হাবিবুলকে উক্ত Code এর ৩২৩ ধারার অধীন অপরাধে দোষী সাব্যস্ড় করে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে ১০ (দশ) দিন বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হল।* *দন্ডিত আসামী মদরিছ আলী ও মতিন মিয়া দোষী সাব্যস্ড় হওয়ায় পূর্বে অত্র মামলার হাজতবাস করে থাকলে তা অত্র কারাদন্ডের মেয়াদ হতে বাদ যাবে। আসামী মদরিছ আলী ও মতিন মিয়াকে সাজা পরোয়ানা মূলে সাজা ভোগের জন্য জেল হাজতে প্রেরন করা হোক।* *সকল আসামীকে উক্ত এর ১৪৩,৪৪৭,৩৭৯,৩৪ ধারার অপরাধের অভিযোগ থেকে নির্দোষ সাব্যস্ড় খালাস প্রদান করা হলো।* *আসামী মদরিছ আলী ও মতিন মিয়াকে উক্ত এর ৩০৭ ধারার অপরাধের অভিযোগ থেকে নির্দোষ সাবস্ড় খালাস প্রদান করা হলো।* *আসামী মজিদ আলী ও শফিক মিয়াকে উক্ত এর ৩২৩, ৩০৭ ধারার অপরাধের অভিযোগ থেকে নির্দোষ সাব্যস্ড় খালাস প্রদান করা হলো।* *পলাতক আসামী মজিদ আলী, আফতাব আলী, আজিবুল, রাসু দাস, পরিমল দাস, গৌরচান দাসদের বির"দ্ধে ইস্যুকৃত গ্রেপতারী পরোয়ানা বিনা*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

তামিলে রিকল করা হোক।

আসামী রফিক মিয়া, মকব্বির মিয়া, শফিক মিয়া, মজিবুল, সাজিবুল ও অখিলদাসকে ও তাদের জামিনদারদেরকে জামিননামার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। আদেশের কপি কোর্ট ইন্সপেক্টর বরাবর প্রেরন করা হোক।

আমার কথিত মতে টাইপকৃত ও সংশোধিত।

স্বা/-অপাঠ্য
(মোহাম্মদ সাইফুর রহমান মজুমদার)
অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,
সুনামগঞ্জ

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ দায়রা জজ, সুনামগঞ্জ কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং-৩৩/২০১৮-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৫.০৩.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

''দন্ডপ্রাপ্ত আসামী মদরিছ আলী ও মতিন মিয়া'র বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ হচ্ছে যে বিগত ২৮/০৫/২০০৭ইং তারিখ সোমবার সকাল ০৯.০০ ঘটিকার সময় এই আসামীদ্বয়সহ অন্যান্য আসামীগণ পূর্ব পরিকল্পিতভাবে দা. লোহার রড, লাঠি, রুল ইত্যাদি প্রাণনাশক অস্ত্রও ধান কাটার সরঞ্জামাদিসহ বেআইনী জনতায় মিলিত হয়ে এজাহারকারীর জমিতে অনধিকার প্রবেশ করে অন্যায় লাভের উদ্দেশ্যে ধান কাটতে শুরু করে, এজাহারকারী এবং ১ ও ৪নং, সাক্ষীগন ঘটনাস্থলে গিয়ে আসামীদেরকে ধান কাটতে নিষেধ করলে আসামী মদরিছ আলী দা দিয়ে সাক্ষী ফয়জুর রহমানের মাথার ডানদিকে কোপ দিয়ে গুরুতর কাটা রক্তাক্ত জখম করে, আসামী মতিন লোহার রুল দিয়ে সাক্ষী ফয়জুর রহমানের ডান পায়ের উরুতে ও হাটুর নিচের দিকে পিছনের অংশে পায়ের ঘন্টায় বারি দিয়ে ফুলা ও থেতলানো জখম করে। তদন্তে সাক্ষ্য প্রমাণে এ আসামীদ্বয়সহ অপরাপর আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ১৪৩/৪৪৭/ ৩২৩/ ৩২৫/ ৩২৬/ ৩০৭/ ৩৭৯/৩৪ ধারায় বিগত ২০/০৭/২০০৭ইং তারিখে দোয়ারাবাজার থানার অভিযোগপত্র নং ১০৬ দায়ের করা হয়।

পরবর্তীতে আসামীদের বিরুদ্ধে বিগত ১০/০৬/২০১২ইং তারিখে অভিযোগ গঠন করা হয়। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত মূল মামলায় এজাহারকারীসহ সর্বমোট ০৬ (ছয়) জন সাক্ষীর জবানবন্দি ও জেরা রেকর্ড পূর্বক বিগত১৪/০১/২০১৮ইং তারিখে প্রচারিত রায় ও দন্ডাদেশ দ্বারা আসামী মদরিছ আলীকে দন্ডবিধির ৩২৬ ধারানুযায়ী দোষী সাব্যস্ড় পূর্বক ০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ড ও ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো ০১ (এক) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং আসামী মতিন মিয়াকে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দন্ডবিধির ৩২৫ ধারানুযায়ী দোষী সাব্যস্ত পূর্বক ০১ (এক) বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো ০১ (এক) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করে যে রায় ও দন্ডাদেশ প্রচার করেন তদদ্বারা এ আসামী অসন্তুষ্ট হয়ে এ ফৌজদারী আপীল মামলাটি দায়ের পূর্বক নিবেদন করেন যে- বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রচারিত রায় ও দন্ডাদেশ বেআইনী, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত তাঁর রায় ও দন্ডাদেশে বিচারিক মনোভাব প্রয়োগ করেননি, রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগপত্রে বর্ণিত মোট ১২ জন সাক্ষীর মধ্যে মাত্র ০৬ জন সাক্ষীকে বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে উপস্থাপন করেছেন, রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থাপিত সাক্ষীগণ সম্পর্কে এক অপরের আত্মীয়, কোন নিরপেক্ষ সাক্ষীকে আদালতে উপস্থাপন করা হয়নি, রাষ্ট্রপক্ষ ঘটনার তারিখ, সময় ও স্থান সম্পর্কে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করতে পারেনি, সাক্ষীগণ তাদের সাক্ষ্যে পরস্পর বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করা সত্ত্বেও এবং তাদের প্রদত্ত সাক্ষ্যের মধ্যে কোন রূপ সামঞ্জস্য না থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞ নিম্ন আদালত তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ প্রচার করেছেন বিধায় এ ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরক্রমে দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদ্বয় খালাস পাবে। *<u>বিবেচ্য বিষয়:</u>* *১। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রচারিত তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশে কোন আইনগত ত্রুটি আছে কি না এবং উক্ত তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ রদ ও রহিতক্রমে আসামী বেকসুর খালাস পাবে কি না?* *<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত</u>* *ধার্য্য বিবেচ্য বিষয়ের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ মূল মামলায় নথিতে থাকা সাক্ষীদের জবানবন্দি ও জেরা, দাখিলী ও প্রদর্শিত কাগজাদি এবং এই আপীল মামলার নথি পর্যালোচনা করা হলো। এই আপীল শুনানীকালে উভয়পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ কৌঁসুলীদের যুক্তিতর্ক বিবেচনায় নেয়া হলো। উল্লেখিত পর্যালোচনা ও বিবেচনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে আলোকপাত করা হলোঃ* *দন্ডপ্রাপ্ত আসামী মদরিছ আলী ও মতিন মিয়া'র বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে- বিগত ২৮/০৫/২০০৭ইং তারিখ সোমবার সকাল ০৯.০০ ঘটিকার সময় এই আসামীদ্বয়সহ অন্যান্য আসামীগণ পূর্ব পরিকল্পিতভাবে দা, লোহার রড, লাঠি, রুল ইত্যাদি প্রাণনাশক অস্ত্রসহ ধান কাটার সরঞ্জামাদিসহ বেআইনী জনতায় মিলিত হয়ে এজাহারকারীর জমিতে অনধিকার প্রবেশ করে ধান কাটতে শুরু করে, এজাহারকারী এবং সাক্ষীগণ ঘটনাস্থলে গিয়ে আসামীদেরকে ধান কাটতে নিষেধ করলে আসামী মদরিছ আলী দা দিয়ে সাক্ষী ফয়জুর রহমানের মাথার ডানদিকে কোপ দিয়ে গুরুতর রক্তাক্ত কাটা জখম করে, আসামী মতিন*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		লোহার রুল দিয়ে সাক্ষী ফয়জুর রহমানের ডান পায়ের উরুতে ও হাটুর নিচের দিকে পিছনের অংশে পায়ের ঘন্টায় বারি দিয়ে ফুলা ও খেতলানো জখম করে। *এজাহারকারী পি, ডব্লিউ-১ আসকর আলী তার জবানবন্দিতে বলেন যে- ২৮/০৫/২০০৭ খ্রি. তারিখ নালিশী ঘটনা, ঐ দিন সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় তার ক্ষেত বর্গা দেয়ার জন্য মদরিছ আলী বলে, তিনি রাজি না হওয়ায় মদরিছ আলী তার ক্ষেতের অনুমান ৫০ মন ধান কেটে নিয়ে যায়, তারা এগিয়ে গেলে মদরিছ আলী ফয়জুর রহমানের মাথার ডান দিকে ছেদ মারে, মতিন রুল দিয়ে ডান পায়ের হাটুর ঘন্টায় বারি মেরে ভেঙ্গে ফেলে। এই সাক্ষী জেরায় বলেন যে- সাক্ষীর। তার দূরবর্তী আত্মীয়। জেরায় তিনি স্বীকার করেন যে- পদ্মরানী তাদের বিরুদ্ধে জি.আর ১০১/২০০৭ নং মামলা করেছিল, ঐ মামলায় এ মামলার আসামীরা সাক্ষী ছিল, ঐ মামলায় তার ছেলে ময়না মিয়ার সাজা হয়েছিল, ফয়জুর রহমান মেডিকেল রি-প্রেজেন্টিটিভ ছিল, তার সাথে ডাক্তারের ভাল সম্পর্ক ছিল কিনা জানেন না, জখমী সার্টিফিকেট সে ম্যানেজ করেছে কিনা জানেন না।* *পি, ডব্লিউ-২ মোঃ সাজিদুর রহমান তার জবানবন্দিতে বলেন যে- তিনি জখমী সাক্ষী, বিগত ২৮/০৫/২০০৭ খ্রি. তারিখ আনুমানিক সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় নালিশী ঘটনা, মদরিছ দা দিয়ে ফয়জুর রহমানের মাথার ডানদিকে ছেদ মারে, মতিন কাঠের রুল দিয়ে ফয়জুর রহমানের ডান উরুতে আঘাত করে, অন্যান্য আসামীরা ধান কেটে নিয়ে যায়, জখমী ফয়জুর রহমান তার আপন ভাই। এই সাক্ষী জেরায় বলেন যে- বাদী আসকর আলী তার চাচা। জেরায় তিনি স্বীকার করেন যে- পদ্ম রানীর সাথে নালিশী জায়গা নিয়ে গোলমাল চলে, তার মামলায় তিনি আসামী ছিলেন, সাক্ষীরা ছাড়াও রাস্তায় চলাচলকারী পাঁচ-সাতজন লোক ঘটনা দেখেছে, আশেপাশের জমির লোক ধান কাটার সময় ছিল না, পদ্মরানীর মামলায় ময়না মিয়ার সাজা হয়েছে।* *পি, ডব্লিউ-৩ রিয়াস উদ্দিন তার জবানবন্দিতে বলেন যে- ২৮/০৫/২০০৭ খ্রি. তারিখ সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় নালিশী ঘটনা, তার ছোট ভাই জখমী ফয়জুর রহমান আসামীদেরকে ধান কাটতে বাধা দিলে আসামীরা ফয়জুর রহমান, ময়না মিয়া, সাজেদুর রহমানকে প্রচন্ড মারধর করে, আসামী মদরিছের হাতে একটি লাঠি ও সুলফি ছিল, তখন মদরিছ আলীর হুকুমে তাকে ও অন্যদেরকে মারধর করে, কিন্তু কে কাকে মারধর করেছে তা বলতে পারবেন না।* *তদন্ত কর্মকর্তা পি, ডব্লিউ -৪ এস.আই মো: ফিরোজ আলম তার জবানবন্দিতে তার কর্তৃক পরিচালিত তদন্ত কার্যক্রম আদালতে উপস্থাপন*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করেন। জেরায় তিনি বলেন যে- নালিশী জায়গার মালিক আসকর আলী। জেরায় তিনি স্বীকার করেন যে- আসামী মদরিছ আলী নালিশী জমি পদ্মরানীর কাছ থেকে বন্ধক গ্রহণ করেছিল এবং ভোগদখলে ছিল। *পি, ডব্লিউ-৫ ময়না মিয়া তার জবানবন্দিতে বলেন যে- ২৮/০৫/২০০৭ খ্রি. তারিখ সোমবার আনুমানিক ০৯.০০ ঘটিকায় নালিশী ঘটনা, তিনি তার জমিতে ধান কাটতেছিলেন, তখন আসামীরা তাকে ধান কাটতে বাধা দেয়, তিনি উঠে আসলে তারা তাকে গালাগাল করে, আসামী মদরিছ মিয়া দা দিয়ে সাক্ষী ফয়জুর রহমানের মাথার ডানদিকে ছেদ মেরে মারাত্মক কাটা জখম করে, আসামী মতিন মিয়া কাঠের রুল দিয়ে বারি মেরে হাটুর নিচে ঘন্টার উপরে হাড় ভাঙ্গা জখম করে। এই সাক্ষী জেরায় বলেন যে- বাদী তার বাবা। তিনি জেরায় স্বীকার করেন যে- তিনি বাদী হয়ে আসামীদের বির"দ্ধে জি.আর-২৬/০৮ মামলা দায়ের করেন, পদ্মরানী তার (সাক্ষীর) বাবাসহ তাদের বির"দ্ধে জি.আর-১০১/১৭ নং মামলা দায়ের করে।* *পি, ডবি উ-৬ ডা. জালাল আহমদ চৌধুরী প্রদত্ত ইনজুরী সার্টিফিকেট সমর্থন করে জবানবন্দিতে বলেন যে- ২৮/০৫/১৭ খ্রি. সদর হাসপাতালে কর্মরত থাকাবস্থায় ফয়েজ আহমদ, ময়না মিয়া, রিয়াস উদ্দিন, ইয়াছমিনা ও সাজিদুর রহমানকে পরীক্ষা করেন। জেরায় তিনি বলেন যে- সাজিদুর রহমান জখমীদেরকে সনাক্ত করে, জখমীদের সাথে তার সম্পর্ক কি তা উলে খ করেননি, কোন ব্যক্তিকে কখন পরীক্ষা করেন সুনির্দিষ্ট করে উলে খ করেননি।* *বিজ্ঞ নি আদালত আনীত অভিযোগের সমর্থনে এজাহারকারী ও তদন্ড় কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ০৬ (ছয়) জন সাক্ষীর জবানবন্দি ও জেরা রেকর্ড করেন। এই মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থাপিত সাক্ষীদের মধ্যে পি,ডবি উ-১ আসকর আলী হচ্ছেন এজাহারকারী, পি,ডবি উ-২ মোঃ সাজিদুর রহমানও পিডবি উ-৩ রিয়াস উদ্দিন হচ্ছেন এজাহারকারীর ভাতিজা, পিডবি উ-৪ এস.আই মোঃ ফিরোজ আলম হচ্ছেন অত্র মামলার তদন্ড় কর্মকর্তা, পিডবি উ-৫ ময়না মিয়া হচ্ছেন এজাহারকারীর পুত্র, পিডবি উ-৬ ডা. জালাল আহমদ চৌধুরী হচ্ছেন কথিত জখমীর চিকিৎসক এই সাক্ষীদের অবস্থান পর্যালোচনায় দেখা যায়- এজাহারকারী পিডবি উ-১ আসকর আলী, এজাহারকারীর ভাতিজা পিডবি উ-২ মো: সাজিদুর রহমান ও পিডবি উ-৩ রিয়াস উদ্দিন, এজাহারকারীর পুত্র পি, ডবি উ-৫ ময়না মিয়া। অর্থাৎ এই সাক্ষীগণ পরস্পর আত্মীয় ও একজন আরেকজনের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং ঘটনার বিষয়ে Intersted witness। তাছাড়া উক্ত সাক্ষীগণের সাক্ষ্য হতে একটি বিষয় প্রতিভাত হয় যে- এ মামলার আসামীদের সাথে এজাহারকারী ও সাক্ষীগণের পূর্ব*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিরোধ ছিল, জি.আর-১০১/২০০৭ নং মামলায় অত্র মামলার এজাহারকারীর পুত্র ময়না মিয়া (পিডবি উ-৫) এর সাজা হয়েছিল এবং উক্ত মামলায় অত্র মামলার সাক্ষী মো: সাজিদুর রহমান (পিডবি উ-২) আসামী ছিল। এজাহারকারী পিডবি উ-১ আসকর আলী তার জেরায় স্বীকার করেছেন যে- পদ্মরানী তাদের বির"দ্ধে জি.আর-১০১/২০০৭ নং মামলা করেছিল, এ মামলায় এ মামলার আসামীরা সাক্ষী ছিল, ঐ মামলায় তার ছেলে ময়না মিয়ার সাজা হয়েছিল পিডবি উ-২ মো: সাজিদুর রহমান তার জেরায় স্বীকার করেছেন যে- পদ্মা রানী সাথে নালিশী জায়গা নিয়ে গোলমাল চলে, তার মামলায় তিনি আসামী ছিলেন। পিডবি উ-৩ বিয়াস উদ্দিন তার জবানবন্দিতে- ঘটনার তারিখে আসামীরা কে কাকে মারধর করেছে তা বলতে পারবেন না মর্মে উলে খ করেন। পিডবি উ-৫ ময়না মিয়া জি, আর-১০১/২০০৭ নং মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামী। উক্ত জি.আর-১০১/২০০৭ মামলায় অত্র মামলার আসামীরা সাক্ষী ছিল। তাছাড়া এই সাক্ষী এজাহারকারীর পুত্র অর্থাৎ এজাহারকারীর প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। বিধায়, এই সাক্ষীর সাক্ষ্যকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা যায় না। কথিত জখমীর চিকিৎসক পিডবি উ-৬ ডা. জালাল আহমদ চৌধুরী তাঁর প্রদত্ত ইনজুরী সার্টিফিকেটকে সমর্থন করে জবানবন্দি প্রদান করলেও জেরায় তিনি স্বীকার করেন যে- কোন ব্যক্তিকে কখন পরীক্ষা করেন সুনির্দিষ্ট করে উলে খ করেননি। উলে খ্য যে, দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদ্বয়ের বির"দ্ধে যে জখমী সাক্ষী ফয়জুর রহমানকে আঘাত করার অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে সেই জখমী সাক্ষী ফয়জুর রহমানকে এ মামলায় সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়নি। *রাষ্ট্রপক্ষ এ মামলায় কোন নিরপেক্ষ সাক্ষীকে আদালতে উপস্থাপন করতে পারেননি এবং এজাহার বর্ণিত ঘটনা কোন চাক্ষুষ, নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করতে পারেননি। রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থাপিত সাক্ষীদের মধ্যে পি.ডবি উ-১, পি.ডবি উ-২, পিডবি উ-৩ ও পি, ডবি উ-৫ Interested witness হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় এবং রাষ্ট্রপক্ষ এজাহার বর্ণিত ঘটনা কোন চাক্ষুষ ও নিরপেক্ষ সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করতে না পারায় এবং এ মামলায় সংশি ষ্ট জখমী সাক্ষীকে উপস্থাপন না করায় আসামী মদরিছ আলী ও মতিন মিয়া বির"দ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় না। বিজ্ঞ নি আদালত বর্ণিত বিষয়সমূহ উদ্ঘাটনে ব্যর্থ হয়েছেন মর্মে তাঁর রায় ও দন্ডাদেশ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়।* *সুতরাং কোন নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষী ব্যতীত এজাহারকারী ও আসামীদের মধ্যে পূর্ব বিরোধ থাকায় কোন অপরাধ সংঘটনের গল্প উপস্থাপন পূর্বক তাতে আস্থা রেখে তদকারনে সাজা দেয়া বিজ্ঞ নি আদালতের উচিত*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হয়নি। এজাহারকারী ও আসামীদের মধ্যে পূর্ব বিরোধ থাকায় এক্ষেত্রে মিথ্যা দোষারোপের সম্ভাবনাই জোরালোভাবে প্রমাণিত হয়। বিধায় বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ হস্তক্ষেপযোগ্য।

উল্লেখিত আলোচনায় দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে ও নিরঙ্কুশভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এই আপীল মামলাটি মঞ্জুরক্রমে আসামী মদরিছ আলী ও মতিন মিয়া বেকসুর খালাস পাওয়ার যোগ্য এবং তদকারণে ধার্য্য বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে 'ইতিবাচক (Affirmative) সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদ্বয় কর্তৃক দায়েরকৃত অত্র ফৌজদারী আপীল মামলা নং-৩৩/২০১৮ মঞ্জুর (Allowed) করা হ'ল। বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জি.আর-৯৭/২০০৭ (দোয়ারাবাজার) মামলায় প্রচারিত বিগত ১৪/০১/২০১৮ইং তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা রদ ও রহিত করা হ'ল এবং আসামী মদরিছ আলী ও মতিন মিয়াকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হ'ল। তদানুযায়ী, অত্র আপীল মামলা নিষ্পত্তি করা হ'ল।

অন্য কোন মামলায় চাহিদাপত্র না থাকলে এই আসামীদ্বয়কে এক্ষুণি অবমুক্ত করা হোক।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই রায়ের অনুলিপিসহ বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের নথি এক্ষুণি ফেরত প্রেরণ করা হোক।

আমার জবানীতে টাইপকৃত ও সংশোধিত।

স্বা/-অপাঠ্য
১৫.০৩.২০১৮
(শহীদুল আলম ঝিনুক)
দায়রা জজ, সুনামগঞ্জ।

স্বা/-অপাঠ্য
১৫.০৩.২০১৮
(শহীদুল আলম ঝিনুক)
দায়রা জজ, সুনামগঞ্জ।

অত্র মোকদ্দমায় প্রসিকিউশন পক্ষে ০৬ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন। আসামী মদরিছ আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি সাক্ষী ফয়জুর রহমানকে প্রাণে মারার উদ্দেশ্যে হাতে থাকা দা দিয়ে তার মাথার ডান দিকে ছেদ মেরে মারাত্মক কাটা জখম করে। এ প্রসংগে ডাক্তার জালাল আহমদ চৌধুরী পি, ডব্লিউ-৬ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান কালে তার জবানবন্দীতে বলেন যে, "আমি গত ২৮.০৫.২০০৭ ইং তারিখে সদর হাসপাতাল, সুনামগঞ্জে কর্মরত অবস্থায় ফয়েজ আহমেদকে, ময়না মিয়া, রিয়াজ উদ্দিন, সাজিদুর রহমানদেরকে পরীক্ষা করি। ফয়েজ আহমেদকে পরীক্ষা করে তার দেহে নিম্নোক্ত জখম পাই যাহাঃ

(1) Incised wound in the right partial region of scalp

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		measuring 2.5”x ¼ x scalp depth. There was profuse hemorrhage which is dangerous patients life. (2) Bruise in the right cuff muscle measuring 1”x ½ ” X-ray right ankle shows fracture in the middle mellcolus and fracture in the distal shaft of the fibula. X-ray film No. R. 1 dt. 29.05.07 which was treated by short leg posterior cast. (3) Bruise and Echymasis in right thigh anterior aspect lower part measuring about 3”x ½ ”. (4) Bruise in the Lateral aspect of left leg measuring 1 ½” x ½ ”. Comment was: Injuries No. 1 was caused by sharp weapon and grievous in nature (illegible) no 2 was caused by blunt weapon and grievous in nature. Injury No. 3 and 4 were caused by blunt weapon and simple in nature. All injuries are fresh. It was brought and identified by Sazidur Rahman. ময়না মিয়ার দেহে নিম্নোক্ত জখম পাইঃ 1. Tenderness and swelling in the right index finger X-ray shows fracture in the proximal phalanx of X-ray palate No. R. 2 dt. 29.05.07. 2. Tenderness and swelling on the lateral aspect of left arm. 3. Abrasion in front of the left elbow joint measuring about ½ ”x ¼ ”. All the injuries are caused by blunt weapon No. 1 is grievous and No. 2, No. 3 simple all are fresh. রিয়াজ উদ্দিনের দেহে নিম্নোক্ত জখম পাইঃ Tenderness and swelling in the lateral aspect of right arm caused by blunt weapon and simple in nature and fresh. ইয়াসমিনা (১৩ বৎসর) কে পরীক্ষা করে নিম্নোক্ত জখম পাই যথাঃ l. Lacerated wound in the right ear (pina)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

measuring about ¼ ” x ¼ ” skin depth.

2. Tenderness and swelling in the left scapula region both the injuries are caused by blunt weapon, simple in nature and fresh.

সাজিদুর রহমানকে পরীক্ষা করে নিম্নোক্ত জখম পাই যথাঃ

১। Tenderness and swelling in the left forearm lateral aspect below the elbow joint.

২। Tenderness and swelling in the lateral aspect of right arm both the injuries are caused by blunt weapon, simple in nature and fresh.

এদেরকেও সাজিদুর রহমান সনাক্ত করে।

xxx-জেরাঃ

সাজিদুর রহমান জখমীদেরকে সনাক্ত করে দেন। তিনি নিজেও জখমী। জখমীদের সাথে তার সম্পর্ক কি তা উল্লেখ করেননি। কোন ব্যক্তিকে কখন পরীক্ষা করি তা সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করিনি।

ফয়েজ আহমেদ এর জখম ধারালো অস্ত্র দ্বারা সংঘটিত। দায়ের আঘাতে এরকম জখম হতে পারে। জখমগুলো দুই ঘন্টার মধ্যে সংঘটিত লেখা আছে। **ফয়েজ আহমেদ মেডিকেল রিপ্রেসেন্টেটিভ ছিল কিনা জানিনা।** সত্য নয় যে, এ সুবাদে তার সাথে আমাদের সুসম্পর্ক ছিল কিংবা তার অভিপ্রায় অনুযায়ী জখমী সনদ ইস্যু করেছি। **জখমীরা কতদিন ভর্তি ছিল তা জখমী সনদে উল্লেখ নেই।** ময়না মিয়ার তর্জনী আঙ্গুলে জখম ছিল।”

পি, ডব্লিউ-২ মোঃ সাজিদুর রহমান তার জেরায় বলেন যে, “ফয়জুর রহমান আমার আপন ভাই। সে কোম্পানীর মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল।” পি, ডব্লিউ-৬ ডাঃ জালাল আহমেদ চৌধুরী তার জেরায় বলেছেন যে, “ফয়েজ আহমেদ মেডিকেল রিপ্রেসেন্টেটিভ ছিল কিনা জানি না।” এতে এটি স্পষ্ট যে, ডাঃ জালাল আহমেদ চৌধুরী অত্র আদালতে এসে মিথ্যা কথা বলেছেন। কারণ একজন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভকে সংশ্লিষ্ট এলাকার ডাক্তার চেনেন না এটি বিশ্বাস করার কোন কারণ নাই।

Injury Certificate-এ ডাঃ জালাল আহমেদ চৌধুরী বর্ণনা করেছেন যে, ফয়েজ আহমেদ বিগত ইংরেজী ২৮.০৫.০৭ থেকে ২১.০৬.২০০৭ তারিখ তথা ২৪ দিন সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। ডাঃ জালাল আহমেদ চৌধুরী

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, "জখমীরা কতদিন ভর্তি ছিল তা জখমী সনদে উল্লেখ নেই।" **প্রসিকিউশন পক্ষ হতে বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে যে জখমীদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। পি, ডব্লিউ-৫ ময়না মিয়া কর্তৃক জেরায় বলেছেন যে, "আমি হাসপাতালে ২৩ (তেইশ) দিন ভর্তি ছিলাম।" কিন্তু ২৩ দিন ভর্তির সমর্থনে কোন দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য ময়না মিয়া কর্তৃক প্রদান করা হয় নাই।** **এজাহারকারী আসকর আলী তার এজাহারে কোথাও বলেন নাই যে, বিগত ইংরেজী ২৮.০৫.২০০৭ তারিখে সাক্ষী ফয়জুর রহমান, ময়না মিয়া, সাজেদুর রহমানকে ভর্তি করে। তিনি শুধু তার এজাহারে বলেছে যে, "জখমী সাক্ষী ফয়জুর রহমান, ময়না মিয়া ও সাজিদুর রহমানের অবস্থা আশংকাজনক থাকায় ডাক্তার সাহেব তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করেন।"** পি, ডব্লিউ-১ হিসেবে এজাহারকারী আসকর আলী বিগত ইংরেজী ১৮.০২.২০১৪ তারিখে তার সাক্ষ্য প্রদানকালে তার জবানবন্দীর কোথাও বলেন নাই যে, ফয়েজ আহমেদ ও অন্যান্য জখমীরা ২৮.০৫.২০০৭ হতে ২১.০৬.২০০৭ পর্যন্ত সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। পি, ডব্লিউ-২ মোঃ সাজিদুর রহমান, পি, ডব্লিউ-৩ রিয়াজ উদ্দিন, পি, ডব্লিউ-৫ ময়না মিয়া তাদের জবানবন্দীতে কোথাও বলে নাই যে ফয়েজ আহমেদ সহ অন্যান্য জখমীরা ২৮.০৫.২০০৭ থেকে ২১.০৬.২০০৭ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি ছিল। পি, ডব্লিউ-৪ এস, আই মোঃ ফিরোজ আলম যিনি মামলার তদন্ত করেন। তিনিও তার জবানবন্দী ও জেরার কোথাও বলেন নাই জখমীরা বর্ণিত তারিখে হাসপাতালে ভর্তি ছিল। এমনকি ডাঃ জালাল আহমেদ চৌধুরী আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদানকালেও তার জবানবন্দীতে বলেন নাই যে, ফয়েজ আহমেদসহ জখমীরা বর্ণিত তারিখে হাসপাতালে ভর্তি ছিল। প্রসিকিউশন পক্ষ থেকে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের Admit এবং Discharged Letter আদালতে উপস্থাপন করা হয়নি। সাধারনত যে কোন হাসপাতালে রোগী ভর্তি হলে সে হাসপাতাল রোগীর নাম, ঠিকানা সহকারে রোগী ভর্তির তারিখ, কোন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সেটি উল্লেখ করে একটি মানি রিসিট প্রদান করে এবং যেদিন রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় সেদিন Discharged তথা ছাড়পত্র প্রদান করে রোগী কি কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল কি চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছিল এবং কতদিন হাসপাতালে ছিল এবং রোগীর পরবর্তী করণীয় কি তৎমর্মে একটি বর্ণনা প্রদান করা হয়। কিন্তু অত্র মোকদ্দমায় তৎমর্মে একটি কাগজও উপস্থাপন করতে প্রসিকিউশন পক্ষ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। অত্র আদালতের কাছে প্রতীয়মান যে, ডাঃ জালাল আহমেদ চৌধুরী জখমী ফয়েজ আহমেদের সাথে যোগসাজসে তর্কিত ভুয়া মেডিকেল সার্টিফিকেটটি তার নিজ প্যাডে প্রদান না করে একটি সাদা কাগজে প্রদান করে অত্র মিথ্যা মামলা সাজিয়েছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় অত্র রুলটি খারিজযোগ্য।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী রুলটি ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা জরিমানাসহ খারিজ করা হলো। মিথ্যা সনদ ইস্যু করার জন্য ডাঃ জালাল আহমেদ এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের সিভিল সার্জনকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ